গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কো-অর্ডিনেটর, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

এবং

সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৩

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৪

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ১৫

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত মানবতা বিরোধী অপরাধের তদন্তের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল এ্যাক্ট ১৯৭৩ এর ৮(১) ধারামতে গত ২৫/০৩/২০১০ খ্রি: তারিখে তদন্ত সংস্থা গঠিত হয়। ২০১১ সালে তদন্ত সংস্থা পুনর্গঠিত হয়। তদন্ত সংস্থা ২১/০৫/২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৬৯টি মামলায় ২৬৬ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে ৩৮টি মামলায় ৯৫ জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ৬২ জনের বিরুদ্ধে প্রাণদন্ডাদেশ, ২৫ জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদন্ডাদেশ এবং ১ জনের বিরুদ্ধে ২০ বছরের সাজা প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে ৬ জনের প্রাণদন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ৩১টি মামলায় ১৭১ জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। তদন্ত সংস্থায় বর্তমানে ৫১ জনের বিরুদ্ধে ২৬টি মামলা তদন্তাধীন আছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

দীর্ঘ ৪৮ বছরের পুরাতন ঘটনার তথ্য বা প্রমাণ সংগ্রহ এবং ভিকটিম ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা প্রদান।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

তদন্ত সংস্থায় বাংলাদেশের বিভিন্ন কোর্ট/থানা ও জনগনের নিকট হতে ৩৫৯৪ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৬৮৬টি মামলা/অভিযোগ অনুসন্ধান/তদন্তের অপেক্ষায় আছে এবং প্রতিনিয়ত এ ধরনের অভিযোগ এ সংস্থায় জমা পড়ছে। এ সকল অভিযোগ তদন্ত করে নিষ্পত্তি করা এবং যারা মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছেন তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা তদন্ত সংস্থার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। মুজিব বর্ষ উপলক্ষে মামলা তদন্তের গতি স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি করা এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ১০০ টি মামলা/অভিযোগ তদন্ত ও অনুসন্ধান সম্পন্নকরণ।
- সাক্ষী নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা।
- যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মরত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।
- ২১ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ সম্পন্নকরণ।
- নির্মাণাধীন অফিস ভবনের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা।